

## Islamic Online Madrasah (IOM)

### AQD101 Module:15

#### Majharul Islam Sayed

## আরকানুল ঈমান পর্ব: ঈমান বিল ইয়াউমিল আখির

### বা আখিরাতের প্রতি ঈমান

১. আখিরাতে বিশ্বাস এর গুরুত্ব
২. আখিরাত বিষয়ে সাধারণ বিশ্বাস
৩. কবরের আযাব
৪. কেয়ামত, পুনরুত্থান ও হাশর
৫. হিসাব ও প্রতিদান
৬. মিজান দাঁড়িপাল্লা
৭. পুলসিরাত

### \*আখিরাতে বিশ্বাস এর গুরুত্ব:-

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না"

সূরা বাকারা; ২:৬২

কুরআনে পরকালে বিশ্বাসকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমরা জানি যে, স্রষ্টায় বিশ্বাস সকল সমাজের সকল মানুষের মধ্যে সার্বজনীন বিশ্বাস, যা মানুষের জন্মগত অনুভূতির অংশ। পরকালের জীবনে বিশ্বাস ছাড়া স্রষ্টার প্রতি এই বিশ্বাস অর্থহীন হয়ে যায়। এই অর্থহীন বিশ্বাস ছিল মক্কার কাফিরদের মধ্যে। মক্কার কাফিরেরা ঈমানের অন্যান্য কিছু বিষয় বিকৃতভাবে বিশ্বাস করলেও তাদের মধ্যে অনেকেই পরকালে বা মৃত্যু-পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস করত না এবং অনেকে অস্পষ্টভাবে কিছু ধারণা পোষণ করতো। কুরআন কারীমে কাফিরদের এ বিভ্রান্তি এবং আখিরাতে বিশ্বাসের আবশ্যিকতা, যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব বারংবার আলোচনা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে আখেরাতের বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা করা হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে তাদের অবিশ্বাস বিষয়ক যুক্তি-তর্ক খণ্ডন করা হয়েছে এবং সেগুলির অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে।

কুরআনের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহে বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো পরকালীন জীবনে বিশ্বাস করা। কুরআন কারীমে ঈমানের নির্দেশনা জ্ঞাপক আয়াতগুলিতে সর্বদা 'আখিরাত' বা শেষ দিবসে ঈমান আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইতোপূর্বে আমরা এ বিষয়ক কয়েকটি নির্দেশ দেখেছি। বস্তুত কুরআন কারীম পাঠ করলে যে কোনো পাঠক বুঝতে পারেন যে, দুটি বিষয়কে কুরআন কারীমে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে: (১) আল্লাহর ইবাদতের একত্ব বা তাওহীদুল ইবাদাত এবং (২) আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব। কুরআন কারীমের এমন একটি পৃষ্ঠাও পাওয়া কষ্ট, যে পৃষ্ঠাতে আখিরাতের কোনো বর্ণনা নেই। আমরা সাধারণভাবে বুঝতে পারি যে, আল্লাহই বিশ্বাসী ধার্মিক মানুষের কঠিনতম পদস্বলন ও বিভ্রান্তির দুটি পথ: (১) শিরকে নিপতিত হওয়া এবং (২) আখিরাত সম্পর্কে অসচেতনতা। অনেক সময় বিশ্বাসী মানুষও পার্থিব বিষয়াদি নিয়ে অতি-ব্যস্ততা অস্থিরতা অসচেতনতা বা শয়তানী প্ররোচনার কারণে আখিরাত সম্পর্কে অসচেতন হয়ে পড়েন বা আখিরাতের জীবনকে অবজ্ঞা করতে থাকেন। এই ভয়ঙ্করতম পদস্বলন থেকে মুমিনকে রক্ষা করার জন্য সদা-সর্বদা আখিরাতের স্মরণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বাহ্যত তাওহীদুল ইবাদাত ও আখিরাতের বিষয়ে কুরআনের বিশেষ গুরুত্বপ্রদানের এ হলো একটি কারণ।

## আখিরাত বিষয়ে সাধারণ বিশ্বাস:

পরকাল বা আখিরাতে ঈমানের অর্থ হলো, মৃত্যুর পরে কি ঘটবে সে বিষয়ে পবিত্র কুরআনে এবং সহীহ হাদীসে যা কিছু বর্ণনা আছে, তা সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করা। যেমন কবরের প্রশ্ন, পুরস্কার ও শাস্তি, কিয়ামতের আলামত বা পূর্বাভাসসমূহ, পুনরুত্থান, শেষ বিচার, আমলনামা প্রদান, মীযান ও মানুষের কর্ম ওয়ন করা, রাসূলুল্লাহ সা. -এর হাউয়, পুলসিরাত, শাফায়াত, জান্নাত-জাহান্নাম, জান্নাতের নিয়ামত, জান্নাতে আল্লাহর দর্শন ইত্যাদি। এ সকল বিষয় বিশ্বাস করা ঈমানের অন্যতম রুকন।

## কবরের আযাব:

কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমরা আখিরাত বা পরকালীন জীবনের বিভিন্ন দিক জানতে পারি, যেগুলি আমাদের বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এগুলির মধ্যে রয়েছে মৃত্যুর পরে কিয়ামত বা পুনরুত্থানের আগে মধ্যবর্তী সময়ের অবস্থা। মহান আল্লাহ বলেন:

يُنَبِّئُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ

“যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ শাস্বত বাণীতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন ইহজীবনে এবং পরজীবনে এবং যারা জালিম আল্লাহ তাদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখবেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।” সূরা ইবরাহীম, ১৪:২৭

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, ইহজীবনের ন্যায় পরজীবনেও শাস্বত বাণীর উপর প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আছে বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, পরকালীন জীবনের শুরুতেই কবরে 'মুনকার-নাকীর' নামক মালাকদ্বয়ের প্রশ্নের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠা প্রমাণিত হবে। অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:-

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرَجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ  
بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ

“যদি তুমি দেখতে, যখন জালিমগণ মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকবে এবং মালাকগ "হাত বাড়িয়ে বলবে: ‘তোমাদের প্রাণ বের কর, তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে অন্যায় বলতে ও তাঁর নিদর্শন নিদর্শন সম্বন্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে, সে জন্য আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে।” সূরা আনআম, ৬:৯৩

এ আয়াত থেকে মৃত্যুকালীন শাস্তি এবং মৃত্যুর পরে সেদিনেই যে শাস্তি প্রধান করা হবে, সে বিষয়ে জানা যায়।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন:-

وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

"কঠিন শাস্তি পরিবেষ্টন করল ফিরাউনের সম্প্রদায়কে। সকাল সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সামনে এবং যেদিন কিয়ামত ঘটবে সেদিন (বলা হবে), ফিরাউনের সম্প্রদায়কে প্রবেশ করাও কঠিন শাস্তির মধ্যে।" সূরা গাফির, ৪০:৪৫-৪৬

এ থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, কিয়ামতের পূর্বেও কাফিরগণকে শাস্তি প্রদান করা হবে এবং আগুনের সামনে তাদের উপস্থিত করা হবে।

অসংখ্য হাদীসে মৃত্যুর সময়ের, মৃত্যুর পরের এ সকল শাস্তি, পুরস্কার ইত্যাদির বিষয়ে জানানো হয়েছে। সামগ্রিকভাবে কবরের প্রশ্ন, আযাব ও নিয়ামত বিষয়ক হাদীসগুলি মুতাওয়াতিহ বলে গণ্য। এ সকল হাদীস থেকে জানা যায় যে, মৃতব্যক্তিকে কবরের রাখার পরে তার রুহ তাকে ফেরত দেওয়া হবে এবং তাকে মুনকার ও নাকীর নামক ফিরিশতাগণ প্রশ্ন করবেন তার প্রতিপালক, তার দ্বীন ও তার নবী সম্পর্কে। মুমিন ব্যক্তি এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবেন। মুনাফিক বা কাফির এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম হবে। পাপী ও অবিশ্বাসীদেরকে কবরে বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি ভোগ করতে হবে। পক্ষান্তরে নেককার মুমিনগণ কবরে অবস্থানকালে শাস্তি ও নিয়ামত ভোগ করবেন। এগুলি সবই মুমিন বিশ্বাস করেন।

সাধারণভাবে এ অবস্থাকে কবরের অবস্থা বলা হয় । তবে 'কবর' বলতে মৃত্যু ও কিয়ামতের মধ্যবর্তী অবস্থাকেই বুঝানো হয় । কোনো ব্যক্তি কোনো কারণে কবরস্থ না হলেও সে এ সকল শাস্তি বা পুরস্কার লাভ করে ।

কুরআন কারীমে বলা হয়েছে:-

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ - لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

“যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক, আমাকে পুনরায় প্রেরণ কর, যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি যা আমি পূর্বে করিনি । না, এ হওয়ার নয় । এ তো তার একটি উক্তি মাত্র । তাদের সম্মুখে 'বারযাখ' ( প্রতিবন্ধক বা পৃথকীকরণ সময়কাল ) থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত ।”

সূরা মুমিনুন, ২৩:৯৯-১০০

ইমাম আবু হানীফা ( রাহ ) বলেন:

“মুনকার ও নাকীরের প্রশ্ন সত্য, যা কবরের মধ্যে হবে, কবরের মধ্যে বান্দার রুহকে দেহে ফিরিয়ে দেওয়া সত্য । কবরের চাপ এবং কবরের আযাব সত্য, কাফিররা সকলেই এ শাস্তি ভোগ করবে এবং কোনোকোনো পাপী মুমিনও তা ভোগ করবে ।”

**কেয়ামত, পুনরুত্থান ও হাশর:-**

কুরআন-হাদীসে অগণিত স্থানে পৃথিবীর ধ্বংস হওয়া অর্থাৎ কেয়ামত সংঘটিত হওয়া, পুনরুত্থান ও হাশর বা সমাবেশের বিবরণ দেওয়া হয়েছে । এক স্থানে মহান আল্লাহ বলেন :

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ - وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ- سَرَابِيلُهُمْ مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ- لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

“যে দিন এ পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমন্ডলীও; এবং মানুষ উপস্থিত হবে আল্লাহর সম্মুখে- যিনি এক, পরাক্রমশালী । সে দিন তুমি অপরাধিগণকে দেখবে শৃঙ্খলিত অবস্থায় । তাদের জামা হবে

আলকাতরার এবং অগ্নি আচ্ছন্ন করবে তাদের মুখমণ্ডল। তা এজন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেককে কৃতকর্মের প্রতিফল দিবেন। আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর।” সূরা ইবরাহীম, ১৪:৪৮-৫১

অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قَبَائِمٌ يَنْظُرُونَ

“এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, ফলে যাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছা করেন তারা ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূর্ছিত হয়ে পড়বে। অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দভায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে।” সূরা যুমার, ৩৯:৬৮

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نُفْخَةٌ وَاحِدَةٌ  
وَخُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً  
فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ  
وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ

“যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে একটি মাত্র ফুৎকার, পর্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে এবং একই ধাক্কায় তারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। সে দিন সংঘটিত হবে মহাপ্রলয়, এবং আকাশ বিদীর্ণ হয়ে বিস্ফিষ্ট হয়ে পড়বে।”

সূরা হাককাহ, ৬৯:১৩-১৬

অন্যত্র তিনি বলেন:

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا  
وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرْدًا

“যে দিন দয়াময়ের নিকট মুত্তাকীদিগকে সম্মানিত মেহমানরূপে সমবেত করব এবং অপরাধীদিগকে তৃষণাতুর অবস্থায় জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাব।” সূরা মারইয়াম, ১৯:৮৫-৮৬

**হিসাব ও প্রতিফল:**

উপরের আয়াতগুলিতে আমরা দেখেছি যে, আল্লাহ পুনরুত্থানের পরে হিসাব এবং প্রতিফল দানের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। কুরআন কারীমে অসংখ্য স্থানে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এক স্থানে মহান আল্লাহ বলেন:

يَوْمَئِذٍ يُؤْفِكُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ

“সে দিন আল্লাহ তাদেরকে প্রাপ্য প্রতিফল পুরাপুরি দিবেন এবং তারা জানবে, আল্লাহই স্পষ্ট সত্য।”

সূরা নূর, ২৪:২৫

অন্যত্র বলা হয়েছে:

وَكُلِّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

“প্রত্যেক মানুষের কর্ম আমি তার গ্রীবাঙ্গ করেছি এবং কিয়ামতের দিন তার জন্য বের করব এক কিতাব, যা সে পাবে উন্মুক্ত। (তাকে বলা হবে) তুমি তোমার কিতাব পাঠ করো। আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশ এর জন্য যথেষ্ট।”

সূরা বানী-ইসরাঈল, ১৭:১৩-১৪

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا  
وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا  
وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ  
فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا  
وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا  
إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا  
إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّنْ يَحُورَ  
بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا

“হে মানুষ, তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত কঠোর সাধনা করে থাক; পরে তুমি তার সাক্ষাৎ লাভ করবে। যাকে তার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে, তার হিসাবনিকাশ সহজেই নেওয়া হবে। এবং সে স্বজনদিগের নিকট প্রফুল্লচিত্তে ফিরে যাবে। এবং যাকে তার আমলনামা তার পৃষ্ঠের পশ্চাদিক হতে দেওয়া হবে, সে অবশ্য তার ধ্বংস আহ্বান করিবে; এবং জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করবে; সে তার স্বজনদিগের মধ্যে তো আনন্দে ছিল। সে ভাবতো যে, সে কখনই ফিরে যাবে না; নিশ্চয় ফিরে যাবে; তার প্রতিপালক তার উপর সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।”

সূরা ইনশিকাক ৮৪:৬-১৫

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زُلْزَالَهَا

وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَنْفَالَهَا  
وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا  
بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا  
يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ  
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ  
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

“পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে এবং পৃথিবী যখন তার ভার বের করে দিবে, মানুষ বলবে, এর কি হল? সে দিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, কারণ তোমার প্রতিপালক তাকে আদেশ করিবেন, সে দিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে। কারণ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখান হবে; কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তাও দেখবে। কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কর্ম করলে তাও দেখবে।”

সূরা যিলযাল, ৯৯:১-৮

## মীযান:

আখিরাতে হিসাবের একটি বিশেষ দিক যে, মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন মানুষের কর্ম ওজন করবেন এবং ওজনের জন্য মীযান বা তুলাদণ্ড স্থাপন করবেন।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:-

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا  
حَاسِبِينَ

"এবং কিয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায়-বিচারের পাল্লা বা তুলাদণ্ড। সুতরাং কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবে না এবং কর্ম যদি তিল পরিমাণ ওজনেরও হয়, তবুও আমি তা উপস্থিত করব; হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট।"

সূরা আশ্বিয়া, ২১:৪৭

অন্যত্র আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন:

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ  
بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ

“সে দিন ওজন ঠিক করা হবে, যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে; আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, যেহেতু তারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করত।”

সূরা আরাফ, ৭:৮-৯

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ تَارٌ حَامِيَةٌ

“তখন যার পাল্লা ভারী হবে, সে তো লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন। কিন্তু যার পাল্লা হালকা হবে, তার স্থান হবে ‘হাবিয়া’ (গভীর গর্ত) ; তুমি কি জান তা কী ? তা অতি উত্তপ্ত অগ্নি।”

সূরা কারিয়া, ১০১:৬-১১

## সিরাত:

সিরাত ( الصراط ) অর্থ রাস্তা বা পথ। আখিরাতের বিশ্বাসে সিরাত বলতে জাহান্নামের উপরে স্থাপিত রাস্তা বা সেতুকে বুঝানো হয়। মুমিনগণ বিশ্বাস করেন যে, আখিরাতে জাহান্নামের উপর দিয়ে একটি রাস্তা বা পথ স্থাপন করা হবে এবং সকল মানুষকেই সে রাস্তা দিয়ে জাহান্নাম অতিক্রম করে জান্নাতের দিকে যেতে হবে। নবীগণ, সিদ্দীকগণ, মুমিনগণ, কাফিরগণ, হিসাবকৃতগণ, হিসাব-মুক্তগণ সকলেই এ সেতু অতিক্রম করবেন। পৃথিবীতে আল্লাহর রাস্তায় যে যেভাবে চলেছেন, আখেরাতের রাস্তা বা সেতুও তিনি সেভাবেই অতিক্রম করবেন।

এ বিষয়ে কুরআন কারীমে ইঙ্গিত রয়েছে এবং বিভিন্ন হাদীসে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

“অতঃপর জাহান্নামের মধ্য দিয়ে রাস্তা বসানো হবে। তখন রাসূলগণের মধ্য থেকে আমিই প্রথম আমার উম্মাত নিয়ে তা অতিক্রম করব। সেদিন রাসূলগণ ছাড়া কেউ কথা বলবেন না। আর রাসূলগণের কথা হবে: নিরাপত্তা দিন, নিরাপত্তা দিন। জাহান্নামের মধ্যে মরুভূমির 'সা'দান' বৃক্ষের কাটার মত দেখতে অতিকায় বিশাল বিশাল আংটা বা ছক থাকবে . . . যেগুলির আকৃতির বিশালত্ব আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। সেগুলি মানুষদেরকে তাদের কর্মের



অনুপাতে টেনে নিবে। তাদের মধ্যে কেউ তার কর্মের কারণে ধ্বংসগ্রস্ত হবে এবং কেউ আঘাতপ্রাপ্ত হবে এবং এরপর মুক্তিলাভ করবে।"

-সহীহ আল-বুখারী

অন্য হাদীসে আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:-

“অতঃপর সেতু আনয়ন করা হবে এবং জাহান্নামের উপরে তা স্থাপন করা হবে। আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, সেতুটি কী? তিনি বললেন: অতি পিচ্ছিল ও পতনের স্থান, যার উপরে রয়েছে টেনে নেওয়ার জন্য আংটা এবং বিশাল বক্র কাঁটা রয়েছে। সেগুলি দেখতে নাজদের সা'দান বৃক্ষের কাঁটার ন্যায়। মুমিন সেই সেতুর উপর দিয়ে দৃষ্টির দ্রুততায়, কেউ বিদ্যুতের গতিতে, কেউ বাতাসের, কেউ শক্তিশালী ঘােড়ার ন্যায়, কেউ উষ্ট্রের গতিতে পার হবে। কেউ নিরাপদে অতিক্রম করবে, আবার কেউ আগুনের মধ্যে আহত ও কেউ আগুনের মধ্যে জমাকৃত, এভাবে সর্বশেষ ব্যক্তিকে টেনে হিচড়ে পার করা হবে।”

সহীহ আল-বুখারী

মহান আল্লাহ তাআলা কুরআন কারীমে বলেন:-

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّفْضِيًّا ثُمَّ نُنْجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا

"তোমাদের প্রত্যেকেই তথায় আগমন করবে (তা অতিক্রম করবে), এ তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। পড়ে আমি মুত্তাকীদেরকে উদ্ধার করব এবং জালিমদেরকে সেটাই নতজানু অবস্থায় রেখে দেব।"

সূরা মারইয়াম, ১৯:৭১-৭২

সাহাবী-তাবিয়ী মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন যে, এখানে সিরাত অতিক্রম করার বিষয়টিই উল্লেখ করা হয়েছে।